দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 28-OCT-1998 ...
পৃঃ ... ৩ ... কলাম ... ৪ .....

প্রায় ৩ কোটি টাকা আয়ের ব্যবস্থা

ঢাকা বোর্ডের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে ৪ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থী অনিয়মিত হয়েছে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ গত দু'টি এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হওয়া প্রায় ৪ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীকে কলমের এক খোঁচায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী বানিয়ে শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রায় ৩ কোটি টাকা আয়ের ব্যবস্থা করেছে। এ সিদ্ধান্তের ফলে পরীক্ষার্থীদের বহু টাকা গচ্চা দিতে হবে। হাজার হাজার প্রধান শিক্ষকের মান-ইজ্জত হারানোর উপক্রম হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ২২-৯-৯৮ তারিখের স্মারক নং- ৪৭/মধ্য পরী/৭৮/৯৮/১৬৩৫ (৪০০০) পত্রে জানান হয়েছে ১৯৯৫ সালের রেজিস্ট্রেশনধারী যেসব ছাত্র-ছাত্রী ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে অথবা পরীক্ষা দেয়নি তারা ১৯৯৯ সালের পরীক্ষায় 'অনিয়মিত' পরীক্ষার্থী হিসেবে স্বস্ব বিদ্যালয় থেকে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অপরদিকে ১৯৯৬ সালের রেজিস্ট্রেশনধারী ছাত্র-ছাত্রী যারা ১৯৯৮ সালের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে তারাও স্বস্ব বিদ্যালয় থেকে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অথচ পূর্বের নিয়মানুযায়ী (ঢাকা বোর্ডের ৩-৯-৯৪ তারিখের ৪৭/মধ্য/৭৮/৯৪/৮৬ (৩০০০) স্মারকপত্র) একজন ছাত্র অকৃতকার্য হলে ফল প্রকাশের একমাসের মধ্যে স্বস্ব বিদ্যালয় পুনরায় ভর্তি হয়ে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে অনায়াসে পরীক্ষা দিতে পারবে। কেবলমাত্র যারা পুনরায় ভর্তি হত না তারাই অনিয়মিত হিসাবে পরীক্ষা দিত। বোর্ডকর্তৃক ঘোষিত এই নিয়ম বলবৎ থাকায় এ বছর পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫ বোর্ডের আওতায় লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী স্বস্ব বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তারা নিয়মিত ভর্তি ফিস ও পরীক্ষার ১ মাসের পর থেকে বেতন ও পরিশোধ করেছে। কিন্তু বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ঐ সব ছাত্র-ছাত্রী অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে বিবেচিত হবে এবং বোর্ডকে মাথাপিছু ৭৫ টাকা অনিয়মিত ফিস দিয়ে তাদের পরীক্ষা দিতে হবে। এখন তাদের প্রশ্ন হল, তারা যদি অনিয়মিতই হবে তাহলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন তাদের কাছ থেকে এত টাকা নিয়ে পুনরায় ভর্তি করেছেন। অপরদিকে ১৯৯৮ সালে যারা টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করে বোর্ড পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়নি তারা বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র হিসেবে সারা বছর পড়াশুনা করে এসেছে এবং সারা বছর বিদ্যালয়ে বেতন দিয়েছে।